"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান রত্নের লেন-দেন করে তোমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারাই একে-অপরকে পালনা করতে হবে, নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা রাখতে হবে"

*প্রশ্নঃ - অসুখ অথবা কর্মভোগ ভোগ করার সময় কিসের আধারে অপার খুশী থাকতে পারে ?

*উত্তরঃ - বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস করো। যেকোনও কর্মভোগ অথবা অসুখ-বিসুখ হলে নিজের সাথে কথা বলো - এখন আমি ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি, এটা হলো পুরানো জুতো। এই পুরানো হিসেবপত্রকে পরিশোধ করতে হবে। পুনরায় আমরা ২১ জন্মের জন্য সকল অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। যখন কোনও অসুখ সেরে যায় তখন অনেক আনন্দ হতে থাকে তাই না।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা...

ওম্ শান্তি । এটা হলো মাতাদের মহিমা, বন্দেমাতরম্। হে মাতা, তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে সকলের পালনা করছো। শিববাবার ভান্ডার থেকে তোমাদের জ্ঞান রত্নের খাজানা প্রাপ্ত হয় অথবা জ্ঞান অমৃতের কলস থেকে তোমাদের পালনা হয়। বাস্তবে মহিমা হয় শিববাবার, তিনি হলেন করনকরাবনহার। মাতা হলেন জগদম্বা। অবশ্যই অন্যান্য মাতারাও থাকবেন, এই মহিমা হল সকল মাতাদের। মাতারা খুব-খুব ভালো পালনা দিতে পারেন। শিববাবার যজ্ঞে যারা থাকে তাদের স্থুলরূপেও পালনা হয়ে থাকে আর অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা তো সকলেরই পালনা হয়। পালনা দেওয়ার জন্য মেজরিটী মাতারা আছেন। এমনও অনেক ভাই আছে যারা বোনেদের পালনা দেন। এমন নয়, কেবল বোনেরাই ভাইদের পালনা করেন। দুইজনেই জ্ঞান রত্নের লেন-দেনের দ্বারা একে-অপরকে পালনা করে - ভাই বোনের, বোন ভাইয়ের পালনা করে। বাচ্চাদেরকে খুব ভালবাসার সাথে থাকতে হবে। এই দুনিয়াতে তো একে -অপরকে বিকারই দিতে থাকে এইজন্য একে-অপরের শত্রু হয়ে গেছে। এখানে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানা দেন। সেখানে তো যেন পাথর দিয়ে মারে কেননা তারা হলই পাথরবুদ্ধি সম্পন্ন। এমন নয় যে সত্যি সত্যিই পাথর মারে, এটা তো বোঝানোর জন্য বললাম। তোমরা হলে ভাই-বোন ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমাদের নামও হল অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মাকুমার আছো তো কুমারও অবশ্যই আছো। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরাও থাকবে। বোর্ড পড়ে ঘাবরে যাবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীই হবে। এসব কথা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে।

গানে মাতাদের মহিমা করা হয়েছে। জগদম্বা সরস্বতী বললেও অবশ্যই সন্তান-সন্ততিরাও থাকবে। অবশ্যই পরিবার থাকবে। এটাও হল বোঝার বিষয় তাই না। বুঝতেও পারে - প্রজাপিতা লেখা আছে তাই না। ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ইনি হলেন সাকারী সৃষ্টির পিতা। গাওয়া হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়েছে। আদি সনাতন ধর্মের আত্মারা সবার আগে ব্রাহ্মণ হয়। বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বলা রং (ভুল) হয়ে যায়। সেটা তো হল সত্যযুগের ধর্ম। ব্রাহ্মণদের এই আদি সনাতন ধর্ম যেটা ছিল সেটা এখন প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেন। তো এই সঙ্গম যুগ হয়ে গেলো দেবী-দেবতা ধর্মের থেকেও উচ্চ। প্রথমে এটা হল ব্রাহ্মণ ধর্ম, যাকে চোটি (টিকি) বলা হয়। একে বলা হবে সঙ্গমযুগী আদি সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম। বোঝার জন্য কতোইনা সুন্দর রহস্যময় কথা। বাবা বুঝিয়েছেন যে যখন কেউ আসে তখন প্রথমে তাকে বাবার পরিচয় দাও। এটাই হল মুখ্য। ব্রাহ্মণদের তো রাজধানী হয় না। লেখা যায় সত্যযুগী ডিটি ওয়ার্ল্ড সাভরেন্টী (সত্যযুগের সার্বভৌমত্ব দৈব রাজ্য) তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম সিদ্ধ অধিকার। দেবী-দেবতা ধর্ম তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাদের এই রাজধানী কখন এবং কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে - এটাও বোঝাতে হবে এইজন্য ত্রিমূর্তির চিত্র সামনে অবশ্যই রাখতে হবে। এতে লেখা আছে - স্বর্গের রাজত্ব হল তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। কিসের দ্বারা? এটাও লিখতে হবে। একটা বোর্ড বানিয়ে তাতে লিখে প্রত্যেকের বাড়িতে লাগাতে হবে। যেরকম গভর্মেন্টের অফিসারদের বোর্ড থাকে তাই না। কারো কাছে ব্যাজও থাকে। সকলেরই নিজস্ব চিহ্ন আছে। তোমাদেরও চিহ্ন রাখতে হবে। বাবা ডাইরেক্শন দেন, ধারণ করা - বাচ্চাদের কাজ, তাই না। বিহঙ্গ মার্গে সার্ভিস করতে হবে। এটা খুবই মুখ্য জিনিস। ডাক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি সকলের ঘরে বোর্ড লাগানো থাকে তাই না। তোমাদেরকেও বোর্ড লাগাতে হবে - এসে বুঝে যাও যে শিববাবার থেকে ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের বাদশাহী কিভাবে প্রাপ্ত হয়? বাবা ডাইরেক্শন দেন যে মানুষ দেখে অবাক হয়ে যাবে। বোঝার জন্য ভিতরে আসবে। ফ্ল্যাটের বাইরেও বোর্ড লাগাতে পারো। যার যা ধান্দা, সেই বোর্ড লাগাতে হবে। একে-অপরের থেকে শিখতে হবে। কিন্তু

বাচ্চাদের উপর মায়ার আক্রমণ অনেক হয়, নিশ্চয় থাকে না যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, পুনরায় নতুন দুনিয়া, স্বর্গে এসে উত্তরাধিকার নেবো। এটা স্মরণে থাকে না। বাবা বলছেন যে কর্ম করো, কিন্তু যখনই সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা ঢাক পিটিয়ে সবাইকে বলো যে এটা হল সকলের অন্তিম জন্ম। এই মৃত্যুলোকে আর পুনর্জন্ম নিতে হবে না। তোমরাও জানো যে মৃত্যুলোক এবার সমাপ্ত হবে। প্রথমে নির্বাণধামে যেতে হবে। এইরকম ভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, একেই বিচার সাগর মন্থন বলা হয়। বাবা বলছেন তোমরা হলে কর্মযোগী। তোমাদের কি কচ্ছপের মতোও বুদ্ধি নেই! তারাও শরীর নির্বাহের জন্য ঘাস খেয়ে পুনরায় কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে নিয়ে শান্তিতে বসে থাকে। বাচ্চারা তোমাদেরকে তো বাবার স্মরণে থাকতে হবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করতে হবে। বীজের মধ্যেই বৃক্ষের সমস্ত জ্ঞান আছে - এর উৎপত্তি এবং পালন কিভাবে হয়, ড্রামাতে ৮৪ র চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়? ৮৪র চক্রের জন্য এই (চক্রের) চিত্র বানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে আত্মা ৮৪ লক্ষ যোনীতে যায়। কিন্তু তোমাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা কেবল ৮৪ টা জন্ম গ্রহণ করো। যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয় তাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। তোমরা ৮৪ জন্মকে জানো। ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন বলা হয়, এতে ৮৪ জন্ম এসে যায়। ত্রিমূর্তির বোর্ড বানিয়ে লিখতে হবে যে - এটা হল ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার, নিতে চাইলে নাও। নাও অর নেভার (Now or Never, এখন নয় তো কখনই নয়)। এই অদূর ভবিষ্যতের মহাভারত যুদ্ধের পূর্বে পুরুষার্থ করতে হবে।

রাম (শিববাবা) কি দিচ্ছেন আর রাবণ কি দিয়েছে? - এটা তোমরা জেনে গেছো। অর্ধেক কল্প হল রামরাজ্য, অর্ধেক কল্প হল রাবণ রাজ্য। এমন নয় যে পরমাত্মাই দুঃখ দেন। দুঃখ তো দেয় ৫ বিকার যুক্ত রাবণ, যে পতিত বানিয়ে দেয়। বাচ্চাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জ্ঞান প্রতিদিন প্রাপ্ত হয় তাই খুশীতে থাকতে হবে, তাই না। তোমরা জানো যে শিববাবা প্রতিদিন পড়াচ্ছেন। এমন নয় যে সাকারকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবা আমাদেরকে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। শিববাবা আসেনই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মধ্যে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর কাউকে বলা যাবে না। ব্রাহ্মণও অবশ্যই চাই। গাওয়া হয়ে থাকে সেকেণ্ডে মুক্তি-জীবন্মুক্তির উত্তরাধিকার অথবা রাজ্য ভাগ্য নাও। বাচ্চারা বলে যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। তিনি হলেনই স্বর্গের রচয়িতা, অবশ্যই আমাদেরকেও স্বর্গের রাজত্ব দেবেন। বাবা কতোই না ওয়ান্ডারফুল! জনক এক সেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি পেয়েছিলেন - এটাও গাওয়া হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে এখন আমরা শিববাবার হয়েছি। শিববাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। যেরকম বাচ্চারা ধর্মের ক্রোড় নেয় (অর্থাৎ ধর্মপুত্র হয়) তখন তারা জানে যে প্রথমে আমরা অমুকের বাচ্চা ছিলাম, এখন অমুকের হয়েছি, প্রথম বাবা মা-র থেকে হৃদয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে আর নতুনের সাথে যুক্ত হবে। আমরা এখানেও এইরকম বলবো যে আমরা হলাম শিববাবার অ্যাডপ্টেড বাচ্চা পুনরায় সেই লৌকিক বাবাকে স্মরণ করার কি দরকার আছে? মোস্ট বিলাভড় বাবা এত বড় সম্পত্তি দিচ্ছেন। বাবাও পরিশ্রম করে বাচ্চাদেরকে যোগ্য বানাচ্ছেন তাই না! এইরকম বাবাকে তোমরা বারংবার ভুলে যাও। অন্যান্য সবাই তো তোমাদেরকে দুঃখ দেয় তথাপি তাদেরকেই স্মরণ করতে থাকো আর আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে ভুলে যাও? যদিও থাকো নিজের বাড়িতে কিন্তু বাবাকে স্মরণ করো। এতে পরিশ্রম চাই। কেবল আমার হয়ে থাকো। নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো। এইসব তো কবরস্থান হয়ে গেছে তোমরা আমার হয়েছো মানে বিশ্বের মালিক হয়েছো। তোমরা জানো যে এখন আমরা বাবার হয়েছি পুনরায় ভবিষ্যতে আমরা স্বর্গের মালিক হবো। খুশীর পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়া উচিত।

এটাও জানো যে এটা হলো পুরানো শরীর। কর্মভোগ ভুগতেই হবে। মাম্মা-বাবাও খুশী মনে কর্মভোগ স্বীকার করেছেন। তারপর ভবিষ্যতে ২১ জন্মের সুখ কতোই না শ্রেষ্ঠ। এটা তো হল পুরানো জুতো। কর্মভোগ চলতে থাকবে। তারপর ২১ জন্মের জন্য এর থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কোনও অসুখ ভালো হয়ে গেলে খুশী হয়, তাই না। কোনও ঝঞ্জাট এসে যখন চলে যায় তখন খুশী হয়, তাই না। তোমরাও জানো যে এখন জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ঝঞ্জাট ঝামেলা চলে যাবে। এখন আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। এটাই হল বিচার সাগর মন্থন করে পয়েন্টস্ বের করা। বাবা তো রায় বলে দেন যে এইরকম ভাবে নিজের সাথে কথা বলো। আমরা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে যাচ্ছি বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে। সাক্ষাৎকারও করে থাকো। এইসময় প্রত্যক্ষ আর পরক্ষ ভাবে সাক্ষাৎকার করছো। যেরকম মাম্মার কোনও সাক্ষাৎকার হয়নি, বাবার তো হয়েছে। বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার হয়েছে। এনার ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকার অ্যাক্যুরেট হয়েছে। কিন্তু প্রথমে এটা বুঝতে পারিনি যে আমিই এই বিষ্ণু হবো। পরে বুঝতে পেরেছি যে আমি এই বিকারী গৃহস্থ ধর্ম থেকে নির্বিকারী গৃহস্থ ধর্মে যাচ্ছি, ততত্বম্। তোমরাও বাবার পড়ার দ্বারা এইরকম হচ্ছো। রেস করতে হবে। এছাড়া গানে তো মাম্মার মহিমা করা হয়েছে। তোমরা তো জেনে গেছো যে জগত অম্বা কাকে বলা হয়েছে, বাস্তবে মাতা-পিতা কে?

মাতা-পিতা বললে জগদম্বা স্মরণে আসবে না। তিনি তো হলেন নিরাকার। এটা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। পিতা তো গড ফাদার, ঠিক আছে, তিনি হলেন নিরাকার। মাতা তো নিরাকার হতে পারে না। ফাদার হলেন নিরাকার, তিনি অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রদান করবেন তাই তাঁকে এখানে আসতে হবে তাই না, যিনি এসে নিজের পরিচয় দেবেন। তো অবশ্যই তাঁর একজন মাতা চাই। তো এই ব্রহ্মা হলেন বড় মাতা। দাদা হলেন নিরাকার। কতোইনা ওয়ান্ডারফুল নলেজ। কিন্তু ইনি হলেন মেল কেননা মুখবংশাবলী তাই না। এটা হল বড়ই ওয়ান্ডারফুল নলেজ। বাবা বলছেন যে তোমাদেরকে কতোই না গুহ্য রহস্য বোঝাচ্ছি। কারো বুদ্ধিতে বসবে না যে মাতা-পিতা কে? তারা মনে করে - শ্রীকৃষ্ণ। কেবল পার্থক্য এটাই করেছে। একেই বলা হয় - একটা ভুল। কাউকে তো নিমিত্ত হতে হয়, তাই না। কি ভুল হয়েছিল, যার কারণে ভারত এত দুঃখী হয়ে গেছে? এখন তোমরা জেনে গেছো - কে ভুলিয়ে দিয়েছে? কারণ কি ছিল, যে কারণে তোমরা ভুলে গেলে? অবশ্যই মায়া রাবণ বিমুখ করে দিয়েছে। যেরকম বাবা হলেন করণকরাবনহার, সেইরকম মায়াও হল করণকরাবনহার দুঃখদাতা। সে (রাবণ) হল করণকরাবনহার দুঃখদাতা আর সে (শিববাবা) হলেন করণকরাবনহার সুখদাতা। মায়া বাবার থেকে বিমুখ করে দেয়। এখন বাবা নিজে বলছেন যে - হে আত্মারা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। তোমরা হলে আমার বাচ্চা, তোমাদেরকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। ব্রহ্মার দ্বারা অসীম জগতের মৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। গুরু ব্রহ্মা বলে থাকে, তাই না। এটা তো হল ভক্তিমার্গের মহিমা। গুরু ব্রহ্মা সুপ্রসিদ্ধ। তারা আবার বলে দেয় যে ঈশ্বর হল সর্বব্যাপী। আগে আমরাও বুঝতাম যে তারা ঠিক বলছে। এখন বুঝে গেছো যে মায়া তাদের মুখ দিয়ে এইরকম বলাচ্ছে। মায়া ভুল করায় - নীচে নামানোর জন্য আর বাবা নির্ভুল বানাচ্ছেন উপরে ওঠানোর জন্য। বাবা খুব ভালো ভাগ্য বানিয়েদেন। বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে মাস্টার বীজরূপ মনে করে কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে গুটিয়ে নিয়ে শান্তিতে বসার অভ্যাস করতে হবে।

২) বিচার সাগর মন্থন করে খুশীতে থাকতে হবে আর খুশী মনে পুরানো কর্মভোগ স্বীকার করতে হবে। নিজের সাথে কথা বলতে হবে যে আমি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এখন বাবার কাছে যাচ্ছি।

বরদানঃ- রিগার্ড (সম্মান) চাওয়ার পরিবর্তে সদা উচ্চ স্থিতিতে থেকে সকলের পূজনীয় ভব

কিছু কিছু বাচ্চা মনে করে যে আমি তো উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছি কিন্তু অন্যরা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য (রিগার্ড) সম্মান দেয় না। কিন্তু রিগার্ড চাওয়ার পরিবর্তে নিজের রিগার্ড (সম্মান) নিজেই রাখো তাহলে অন্যরা স্বতঃতই রিগার্ড দেবে। নিজেকে রিগার্ড দেওয়া অর্থাৎ নিজেকে সদা মহান শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করা। যেমন, মূর্তি যখন আসনে থাকে তখন তাকে পূজা করা হয়। সেইরকম তোমরাও সদা নিজের উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকো তাহলে পূজনীয় হয়ে যাবে। সবাই নিজে থেকেই রিগার্ড দেবে।

স্লোগানঃ- মায়াকে তিরস্কার যে করে, সে-ই সকলের সৎকারী (রিগার্ড দেয়) হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;